পাপ
প্রবঞ্চনা
প্রেম
প্রতিহিংসা
পাপ
পতন
পতন
প্রবঞ্চনা
প্রেম
প্রতিহিংসা
সলিল দত্তের ছবি

শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন।

সলিল দত্তের ছবি "অসতী"

কাহিনী : চিত্রনাট্য : পরিচালনা : **সলিল দত্ত।**

সংগীত : **নচিকেতা ঘোষ।** সম্পাদনা : **অমিয় মুখোপাধ্যায় :** চিত্রগ্রহণ : **বিজয় ঘোষ।** শিল্প নির্দেশনা: **সত্যেন রায়চৌধুরী।** রূপসজ্জা : **বসির আমেদ** গীতরচনা :**গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।** সংগীত গ্রহণ : **সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।** কণ্ঠ সংগীত: : **মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়।** পট শিল্প : রামচন্দ্র সিন্ধে। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল। অমিয় নন্দন। যুগা। শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। কর্মসচিব : **সন্দীপ পাল।** কেশ বিন্যাস : মিস স্বাওয়া থাম এবং জুলি। পরিচয় লিখন: দিগেন ষ্টুডিও। স্থির চিত্রগ্রহণ : তরুণ গুপ্ত (পিকস্ ষ্টুডিও) সাজসজ্জা-পোষাক-পরিচ্ছদ: ধীরেন দত্ত। আলোক সজ্জা: নিউ রসা ইলেকট্রিক। প্রচার অংকন : অতি দাস, রূপায়ণ, এ, কে, কনসার্ন। রতন বরাট। পালিত। জহরলাল কুণ্ডু। বি, টি, এজেন্সী। ভবানীপুর লাইট হাউস। সমরেশ বসু। শৈলেন শীল। কাক্কুং। প্রচার সচিব: নিতাই দত্ত। প্রচার উপদেষ্টা **শ্রীপঞ্চানন**

॥ শ্রেষ্ঠাংশে ॥ **সৌমিত্র চ্যাটার্জী . ● অপর্ণা সেন. ● উৎপল দত্ত**

সহঃ ভূমিকায় : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলীপ বসু। অশোক মিত্র। অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ধীরাজ দাস। মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। অতি দাস। পারিজাত বসু। রমেন পাল। ৮ গোপেন মুখোপাধ্যায়। পারিজাত লাহিড়ী। অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য। বলাই মুখোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায়। মাঃ দিব্যেন্দু। জ্যাম। বজুয়া। দুলাল সাহা। অভিজিৎ মৌলিক। পাঁচু দাস। তপন মিত্র। ভবেনকুমার। মা : রাজীব। বাহাদুর। ফকিরদাস কুমার। তপেন বসু। মঞ্জুশ্রী বসু। সুজাতা দত্ত। বুলবুল চৌধুরী। সোমা মুখোপাধ্যায়। মীনা রানা। রাধা রানা। মীনা শেঠী। প্রতিমা দাশগুপ্তা, এবং **শমিত ভঞ্জ** (অতিথি) ও **নবাগতা সুদেষ্ণা।**

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত। সহকারীবৃন্দ: পরিচালনায় : **বিজন চক্রবর্তী। শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা।** চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস। ভবতোষ ভট্টাচার্য। সম্পাদনায় : জয়দেব দাস। শিল্প নির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল। রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম শর্মা। সাজসজ্জায় : কার্তিক শেঠ। ব্যবস্থাপনায় : সুরেন দাস। সহঃ ব্যবস্থাপনায় : সতীশ দাস। প্রচারে : নিকুঞ্জ কিশোর বসু। দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বারীন ঘোষ। শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার। পাঁচুগোপাল ঘোষ। দৃশ্য নির্মাণে : মণি সরদার। সুশীল বসু। ননী সরদার। বহির্দৃশ্য চিত্র গ্রহণে : দুর্গা রাহা, নূর আলি, যুগল সরদার। আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার। দুখীরাম নস্কর। ব্রজেন দাস। কেষ্ট দাস। বেণু দাস। অনিল পাল। মঙ্গল সিং। পরিস্ফুটনে : অবনী রায়। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চানন ঘোষ, ফণী ভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মেসার্স জি, এস, ব্রাদার্স। দি হসপিটাল এ্যাপ্লায়েন্স। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। শ্রীমতী শুভ্রা দাস (কালিম্পং)। ডাঃ বড়াল (কালিম্পং)। মিঃ মুকিয়া (কালিম্পং)। শ্রীপ্রতিভা কুমার কুণ্ডু। শ্রীমতী শ্রাবণী বসু।

● বিশ্ব পরিবেশনা ; **সংহিতা চিত্রম** ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলিকাতা-১৩ ●
সংহিতা চিত্রমের প্রচার দপ্তর থেকে শ্রীনিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রণে : অরুণ ঘোষ এ্যাণ্ড কোম্পানী কলিকাতা-১২

● পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ●

কাহিনী

॥ এক ॥

প্রশস্ত শয্যায় শুয়ে সোমা চৌধুরী ছটফট্ করতে লাগল। বিবাহিতা সে, তবু কেন তার এই অভাবনীয় নিঃসঙ্গতা, কেন সব থেকেও নিজেকে আজ তার বড় একা লাগে?........

স্বামী খোকন চৌধুরী কালিম্পঙ-এর এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি এবং বিরাট একটি চা বাগিচার একচ্ছত্র মালিক ;—তার উপর মিউনিসিপ্যালিটির সম্মানীয় চেয়ারম্যানও সে। সেই জনপ্রিয়, বিত্তশালী স্বাভাবিক মানুষটি কেন এই নিভৃত বাড়ির নির্জনতায় নিজেরই স্ত্রীকে অবজ্ঞাভরে নিঃসঙ্গ রেখে পাশেরই ঘরে মদ আর বই মুখে করে বসে আছেন?… কেন এই অনীহা—স্ত্রীর অজাতে যে কটি প্রেমের গোপন চিঠি খোকন চৌধুরীর হাতে এসেছিল—তা থেকে সে জানতে পেরেছিলো তার স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক শিশিরের কথা।

॥ দুই ॥

হঠাৎ হাতের পানপাত্রটি ফেলে রেখে মত্ত অবস্থায় হাণ্টার হাতে টলতে টলতে সোমার ঘরে হাজির হলো খোকন চৌধুরী। কোন প্রশ্ন নয়—কোন অজুহাত নয়, নিষ্ঠুর ভাবে চললো নির্বিচার হাণ্টারের নির্মম আঘাত। বাঁচার তাগিদে ভীত সোমাকে সেদিন নির্জন সেই রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল—পথে পূর্বতন প্রেমিক শিশিরের সঙ্গে তার দেখা হলো—প্রতিশ্রুত একটি রাতের জন্য সে তার ঘরে পেল আশ্রয়।—

শিশিরকে পেয়ে সোমা যেন তার হারানো আস্থা ফিরে পেল, সে যেন খুঁজে পেল তার

নিশ্চিন্ত অবলম্বন। সোমা শিশিরের উপর নির্ভরশীল হতে চাইলো, অথচ পূর্বের মতো আজ আর শিশির সোমার উপর আস্থা রাখতে পারল না—শিশিরকে সোমা আজ বোঝাতে চাইল যে তার স্বামী মাতাল এবং দুরন্ত মানসিক রোগের শিকার—।

অথচ শিশির সোমার এই শিথিল যুক্তি মেনে নিতে পারলো না—কেননা খোকন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে আদৌ তা মনে হয় নি।

শেষ পর্যন্ত মিথ্যে নিজের যুক্তির কাছেই সোমা আত্মসমর্পণ করেছে।

॥ তিন ॥

শিশিরের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। এবং বলেছে—"তাহলে এখন বুঝতে পারছ আমি কত বড় অসতী—নিজের স্বামীর নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে একজন পরপুরুষের ভালবাসা লাভ করবার জন্য বসে আছি।"

অবশেষে শিশিরের সাজানো চার দেয়ালের মধ্যেই খোকন চৌধুরী তার পলাতকা স্ত্রীকে আবিষ্কার করেছে এবং যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গেই সে সোমাকে মিঃ অরোরার বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। চৌধুরীসাহেবের অনুরোধে স্বাভাবিক ভীতির জন্যই সোমা প্রথমতঃ সাড়া দিতে না চাইলেও অবশেষে শিশিরের অনুরোধে সে যেতে রাজী হয়।

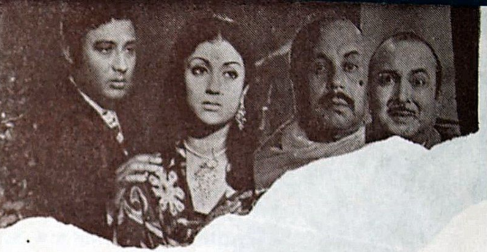

সন্দেহ ও ভীতির মধ্যেই সোমা খোকন চৌধুরীর সঙ্গে মিঃ অরোরার পার্টিতে গেল ঠিকই কিন্তু অঘটন সেখানেও ঘটলো।....নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে সোমাকে পেয়ে ওখানকার ফরেস্ট অফিসার সোমার এই নিঃসঙ্গতার সুযোগ নিতে তৎপর হল। মত্ত অবস্থায় খোকন চৌধুরী দেখলো সব, তবু সে রইল নীরব। অথচ আজ কেন তার এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছা—কেন? কেন?....

॥ চার ॥

অগত্যা সোমার বিনীত অনুরোধে খোকন চৌধুরী পাপাসক্ত সেই স্থান থেকে তৎক্ষণাৎ জীপে চড়ে বাড়ীর পথে রওনা হলো। অথচ পাহাড়ী পথের ঘাট সেকসানে সহসা ওদের গাড়ী কেন থেমে গেল? তারপর যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য দায়ী কে সোমা না খোকন চৌধুরী? পুলিশ এলো। আহত সোমাকে তারা পাহাড়ী খাদের মধ্যে থেকে উদ্ধার করলো। পাওয়া গেল জীপেরই মধ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায় বীভৎস খোকন চৌধুরীর মৃতদেহ।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে বিবৃতি দিলেন। নিষ্কৃতি পেলো সোমা। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে সোমা শিশিরকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। ঠিক এমনি সম্ভাবনাময় মুহূর্তে এলো সেই উড়ো চিঠি—যার মধ্যে উল্লেখ ছিল খোকন চৌধুরীর মৃত্যু দুর্ঘ[illegible]—তা খুন। চিঠি পেয়ে সোমা প্রায় পাগল হয়ে গেল। [illegible] ভাবতে শুরু করলো— [illegible]কে....এবং কেন....দিতে [illegible]রে তাকে এমন চিঠি? [illegible]বে কি....

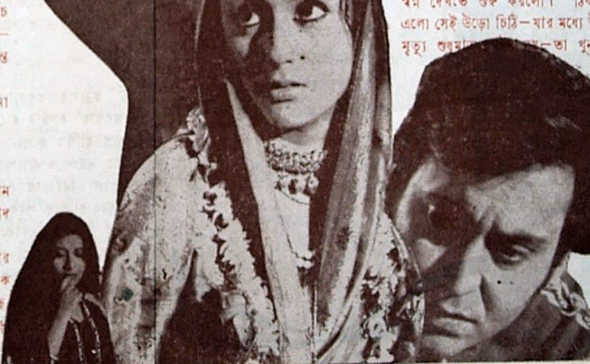

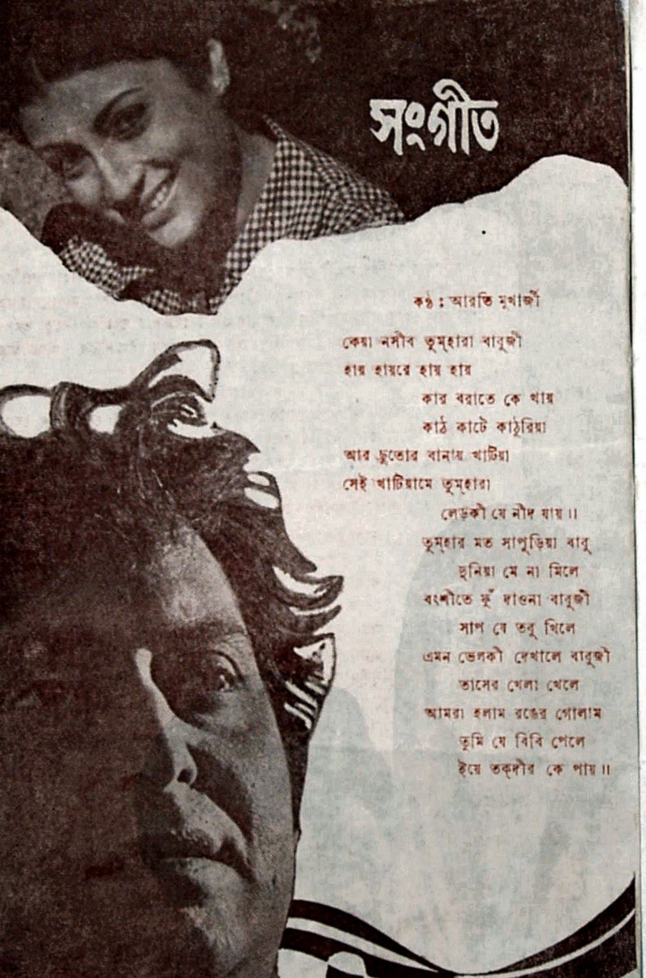

সংগীত

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী

কেয়া নসীব তুম্‌হারা বাবুজী
হায় হায়রে হায় হায়
কার বরাতে কে খায়
কাঠ কাটে কাঠুরিয়া
আর ছুতোর বানায় খাটিয়া
সেই খাটিয়ামে তুম্‌হারা
লেড়কী যে নীদ যায় ।।
তুম্‌হার মত সাপুড়িয়া বাবু
ছুনিয়া মে না মিলে
বংশীতে ফুঁ দাওনা বাবুজী
সাপ যে তবু খিলে
এমন ভেলকী দেখালে বাবুজী
তাসের খেলা খেলে
আমরা হলাম রঙের গোলাম
তুমি যে বিবি পেলে
ইয়ে তকদীর কে পায় ।।

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী

জানি না কী আছে
বুঝি না কী আছে
আহা কী আছে আমার কপালে
প্রেমের সুতোয় বাঁধা
জীবন ঘুঁড়িটা মোর কেটে গেল
আর ভোকাটা দিল সকলে
ছোট্ট বেলায় আমার একটি খেলাই ছিল
পুতুল খেলা
ওদের কোলে নিয়ে হাসিতে খুশিতে
কাটতো বেলা
আজ বড় হ'লাম ও হো হো হো
শুধুই বড় হ'লাম
পুতুলগুলো সব একে একে
দেখি মানুষ হলো
এখন আমি পুতুল ওদের কোলে
সবার মতই আমার একটি চাওয়াই ছিল
সঙ্গী চাওয়া
সঙ্গী পেলাম তবু হোলনা তো
আমার ঘরকে পাওয়া
আমি রাণী হ'লাম
মহারাণী হ'লাম
শুধু রাণী হ'লাম
গলায় আমার কত পান্না হীরে
চুণীর মালা এলো
তবু ভাসলো দুচোখ
আমার জলে ।।

কণ্ঠ : মান্না দে

সেই আসবে জানি আসবে
ফিরে আসবে
আজ নয় কাল নয় পরশু
জমে থাকা তুষারে
রোদ লাগবেই
থেমে যাওয়া ঝর্ণায়
প্রাণ জাগবেই
মুছে গিয়ে কুয়াশা
ঘুচে গিয়ে দুরাশা
মন হাসবে
জীবনে কি পেয়েছি
কী যে পাইনি
কোনদিনও হিসেব ত'
তার চাইনি
ব্যথা ভুলে গিয়ে যে
অন্তর দিয়ে যে
ভালবাসবে ।।

দ্রুত প্রস্তুতির পথে...

গীতালী পিকচার্স-এর

সলিল দত্তের

অভিনব

ছবি !

সেই চোখ

একটি

বিচিত্র

চরিত্রে

উত্তমকুমার

পরিবেশনায় সংহিতা চিত্রম্

৭৭।২।১, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩